দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 MAR 2012 পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

প্রাণগোপাল দত্ত পুনরায় বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ভার্সিটির ভিসি

প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষেরও মেয়াদ বৃদ্ধি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. প্রাণ-গোপাল দত্তকে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে এই মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। গত ২২ মার্চ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিশি) মো. শফিকুল ইসলাম লস্কর স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

প্রাণ গোপাল দত্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ২৫ মার্চ প্রথমবার তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

প্রাণ গোপাল দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী

অধ্যাপক (ডাঃ) প্রাণ গোপাল দত্ত ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার মহিচাইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে সব পেশাগত পরীক্ষায় মেধা তালিকার স্থান দখল করে এমবিবিএস, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে এমসিপিএস ও এফসিপিএস (সম্মানসূচক), ওডেসা স্টেট মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইউএসএসআর থেকে এমএস, ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি, ইউকে থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কিয়েভ সাইন্টিফিক এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইউএসএসআর থেকে পিএইচডি ও রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস, গ্লাসগো, ইউকে থেকে এফআরসিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে ভারত থেকে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ও শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্টের (মুজিব বাহিনী) প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা স্টেডিয়ামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাতে অস্ত্র জমা দিয়ে তিনি চিকিৎসা শিক্ষায় মনোনিবেশ ও দেশ গঠনে অংশগ্রহণ করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক (ডাঃ) প্রাণ গোপাল দত্ত একজন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার লেখা বিভিন্ন গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সর্বজন স্বীকৃত। তিনি সফলতার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর- এর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের অগণিত দুঃস্থ, অসহায় গরীব রোগীর চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ইমার্জেন্সি কমপ্লেক্স, আউটডোর কমপ্লেক্স, অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিক্যাল কনভেনশান সেন্টার, সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিল্ড্রেন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ তথা আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। শিশু নিউরোলজি ডেভেলপমেন্ট এবং অটিজম নিয়ে তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিল্ড্রেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বলিষ্ঠ ভূমিকায় ভারতের অটিজম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীসহ ১৭টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি সফল আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত বছরের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিকে ঐ প্রজ্ঞাপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও শিশু নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. মোয়াজ্জেম হোসেনের মেয়াদ পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও নবজাতক বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ -এর মেয়াদ আরো তিন বছর বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি